রাজকন্যা

মা অনেক আদর করে নাম রেখেছিলেন প্রিন্স। নামেই "প্রিন্স" মা'র আদর প্রিন্স পায়নি কিন্তু নামটাকে ধারণ করেছে অনেক যত্ন করে । সেই প্রিন্স নামটা হারিয়ে যায় মাত্র ২২ মাস বয়সে মা হারানোর সাথে সাথে। কিন্তু তার বয়স যখন মধ্য গগনে-- একদিন সে পেয়ে গেল সত্যিকারের একজন রাজকন্যা।

সে একটু আধটু লেখালেখি করতো ছেলেবেলা থেকেই---সেই সুবাদে পরিচয় রাজকন্যার সাথে। চিঠি লিখে রাজকন্যা লেখা বিষয়ে অভিন্দন জানিয়ে লিখেছিল প্রিন্সকে। মাত্র কয়েক লাইনের ছোট্ট এক টুকরো চিঠি। সেই ছোট্ট চিঠিতে ছিল এক ঐশ্বরিক আকর্ষণ। সামান্য কটা কথা--অথচ সেই লেখাটা পড়ে প্রিন্সের হৃদয়ে একটা দোলা দিয়ে গেল, কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেল বুকের ভিতর "৯/১১" এর ধবংসলীলা ঘটিয়ে দিল ! প্রিন্সের মনে হলো- এইতো সেই- যাকে সে হাজার বছর ধরে খুঁজেছে পৃথিবীর সব প্রান্তে --সে-ই কিনা আজ প্রিন্সকে চিঠি লিখছে !!!

প্রিন্স ভুলে যায় তার কষ্টের অতীত, ভুলে যায় তার দুর্বল অবস্থানের কথা---ভুলে যায় রাজকন্যার সাথে তার আকাশ আর মাটির ব্যবধানের কথা। রাজকন্যার অপুর্ব মিষ্টি কণ্ঠস্বর যেন কাঁচ ভাঙ্গা শব্দ, যেন বয়ে যাওয়া ঝর্ণা ধারার শব্দ, সেই শব্দে সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় প্রিন্সের বুকের ভিতর। রাজকন্যার কিন্নর কণ্ঠস্বর, কথা বলার অপূর্ব সুন্দর ষ্টাইল সর্বপরি গোছানো কথা শুনে সে শুন্যে ভাসতে থাকে। রাজকন্যার কথা ভেবেই প্রিন্সের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেই আকাশের নীল পরীদের রাজকন্যাই প্রিন্সের সব ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে। সকল ভয়, লজ্জা, দ্বিধা উপেক্ষা করে একদিন প্রিন্স রাজকন্যাকে বলে -"ভালোবাসি"।

রাজকন্যার নির্লিপ্ততা দেখে ভয় পেয়ে গেল সে---ভাবল ভালোবাসাতো পেলোই না উল্টো নির্মল বন্ধুত্বের সুযোগটুকু হারালো। রাজকন্যা কাঁদছে---তার চোখে পানি ! প্রিন্স ভয়ে জানতে চাইল "কাঁদছ কেন রাজকন্যা ?"
- কাঁদবনা, এই একটি কথা শোনার জন্যইতো আমি অপেক্ষা করছিলাম - তুমি কেন এত দেরী করে এলে প্রিন্স ?-- রাজকন্যা বলল। প্রিন্স আনন্দ উদ্বেলিত কণ্ঠে রবি কবির কবিতা পড়তে শুরু করল--

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি..."

প্রিন্স বিশ্বাস করতে পারছেনা একি সত্য শুনছে ? নাকি অবচেতন মনের কল্পনা মাত্র ! "না সব সত্যি" - রাজকন্যা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে প্রিন্সের হাত ছুঁয়ে বলল। দুজনে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হলো- কেউ কাউকে ছেড়ে যাবেনা কোনদিন। প্রিন্সের মরুময় মড়মড়ে শুষ্ক জীবন সবুজ পাতায় ভরে উঠলো, নতুন পাতা আর ফুলের কুঁড়িতে ভরে গেল রোমান্টিকতায় ! প্রিন্স নিজেকে সত্যিকারের "প্রিন্স" ভাবতে শুরু করল ।

প্রিন্স ছুঁতে চায়, স্পর্শ করতে চায় তার আজন্মের মানসপ্রতীমা রাজকন্যাকে- কিন্তু কি করে সম্ভব ! রাজকন্যাতো আর মাটিতে থাকে না ! সে থাকে রাজাদের রাজার দেশে ! রাজকন্যা বলল - "একদিন আমাদের দেখা হবে তুমি অপেক্ষা করো, কোন এক পূর্ণিমা রাতে তোমার কাছে আসবো"। প্রিন্স বলল- "রাজকন্যা, তোমায় আমি দেখব পূর্ণ আলোতে, আলো আঁধারিতে নয়" প্রিন্সের নতুন ভাবনা, নতুন আশা, একমাত্র নেশা কবে আসবে স্বপ্নে পাওয়া ভালোবাসরা রাজকন্যা !

রাজকন্যা জানাল সে আসছে পৃথিবীতে ! প্রিন্সের মনে হলো কোন ঐশ্বরীক বাণী-- বহুদুর থেকে তার কানে এসে লাগছে।

সত্যিই একদিন ডানা কাটা পরী হয়ে পৃথিবীতে নেমে এল রূপালী চাঁদের দেশ থেকে, কী অপুর্ব সুন্দর দেখতে রাজকন্যা ! স্বপ্নের চাইতেও সুন্দর--মনে হলো রাজকন্যার সৌন্দর্যের আলোর ঝলকানীতে চারিদিক চিক চিক করে উঠল, চারিদিক একটা সুন্দর খুশবু ছড়িয়ে পড়ল--কি সুন্দর একটা মৌ মৌ গন্ধ আছে ! মন ভরে যায় !

প্রিন্স এতক্ষণ রাজকন্যার সৌন্দর্য্য দেখে বিমুগ্ধ, হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক বিস্ময়ে দেখছিল প্রিন্সের রাজকন্যা শুধু রাজকন্যাই নয় সে রাজকন্যাদেরও রাজকন্যা। প্রিন্স ভুলে গিয়েছিল সে রাজকন্যাকে বরণ করতে এসেছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে রাজকন্যার সামনে গিয়ে বলল, 'কেমন আছ ? আমি প্রিন্স চলো আমার সাথে' - "তুমি প্রিন্স ?" কি বলছ, তুমি আমার স্বপ্নে দেখা প্রিন্স !!! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" 'হ্যাঁ আমিইতো প্রিন্স তুমি আমায় চিনতে পারছ না' ? রাজকন্যা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল ও হ্যাঁ, চিনেছি। প্রিন্স তুমি যাও আমি তোমার সাথে পরে যোগাযোগ করব--আমি যাব চট্টেশ্বরী পাহাড়ে--সেখানে থাকে রাজ পরিবারের সবাই। ঐ দেখ মিঃ কিরণ দেশের একজন নামকরা শিল্পপতি, আমার জন্য মার্সিডিসবেঞ্জ নিয়ে অপেক্ষা করছে, ঐ হলো আমার প্রিয় বন্ধু সাঈফ- বিশিষ্ট জাহাজ ব্যবসায়ী, ঐ যে বিএমডবলিউ কার নিয়ে অপেক্ষা করছে, ঐ যে একটু দুরে দাড়িয়ে সানগলাস পরা ও হচ্ছে পুলিশ কমিশনার আমার আর একজন ভক্ত, ঐ যে শ্যাভ্রোলেট গাড়ি নিয়ে দাড়িয়ে ও হল আমার আর এক বন্ধু জাহাজ ব্যবসায়ী এবং জাতীয় সংসদ সদস্য। আর ঐ যে দূরে একটু বেটে মত কিন্তু সুদর্শন উনি একজন জেলা প্রশাসক, চমৎকার সব কবিতা লেখেন আমায় নিয়ে। প্রিন্স দেখল রাজকন্যার অনেক বন্ধু অপেক্ষা করছে রাজকন্যাকে বরণ করার জন্য--সবাই দেখতে ঠিক রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত, সবার দামী গাড়ি, দামী পোষাক-কি সুন্দর দেখতে ! রাজকন্যা একটা রাজকীয় গাড়িতে বসল--যেন ঐ গাড়িটা রাজকন্যার জন্যই তৈরী করেছিল মার্সিডিস কোম্পানী। চোখের পলকে রাজকন্যাকে নিয়ে হারিয়ে গেল চকচকে গাড়িটা। প্রিন্সের মনে হল অমন সুন্দর গাড়িটা যদি ওর বুকের ওপর দিয়ে চলে যেত--তাতেও অনেক সুখ পাওয়া যেত।

প্রিন্স এখন কি করবে ? প্রয়োজন নেই গাড়ী নামের এই "লাশ"টাকে বহন করার। ঐ গাড়ীটা আজ প্রিন্সকে বহন করতে পারবে না কারণ প্রিন্সের শরীরের ওজন এখন পৃথিবীর ওজনের চাইতেও বেশী। প্রিন্স লক্ষ্য যোজন পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে আসল একাকী। অসীম মনোবলের অধিকারী প্রিন্স--কষ্ট সইতে পারে নির্বিকার ভাবে। কষ্ট কখনো ছুতে পারে না তাকে। প্রিন্স অপেক্ষা করছে তার রাজকন্যা ফিরে আসবে একদিন চট্টেশ্বরী পাহাড় থেকে। চোখ বন্ধ করে প্রিন্স দেখছে- কি সুন্দর তার রাজকন্যা, স্বপ্নের চাইতও সুন্দর, স্বপ্নের রাজকন্যার কোন রং ছিল না কিন্তু বাস্তবের রাজকন্যা নানান রঙে রঞ্জিত। আসলেই রাজকন্যার হাতে কোন সময় ছিল না--কতদিন পর আকাশ থেকে ধরার ধূলিতে এসেছে--তার অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা , সব কাজ শেষ করে নিজেকে গুছিয়ে রাজকন্যা আসবে তার কাছে।

রাজকন্যা এসে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রিন্সের সামনে। প্রিন্স হতভম্ভ হয়ে দেখছে তার আজন্মের লালিত স্বপ্নের রাজকন্যাকে দেখে প্রিন্স ভুলে গেল পৃথিবীর তাবত সৌন্দর্য্যকে । রাজকন্যা বলছে "বসতে বলবে না , আমি কত দূর থেকে তোমায় দেখতে এসেছি, আজ তোমায় দেখতে এলাম বহুদিন পরে তোমায় নিয়ে বাঁধবো ঘর মহাশূণ্যের উপরে"। প্রিন্স বলল- আমি তোমায় মহাশূ ণ্যে যেতে দেবনা রাজকন্যা। পৃথিবীর পথে আমরা দুজন হাটব একসাথে হাত ধরাধরি করে। রংধনুর সিড়ি বেয়ে চলে যাব পৃথিবীর একপ্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে । ভালোবাসা দিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, দুজনে এগিয়ে চলব অজানার পথে--যে পথের কোন শেষ নেই--প্রিন্সের কথা থামে না--জানতে চাইল " কেন এত শুকিয়ে গেছ রাজকন্যা? " -"তোমায় ভাবতে ভাবতে"- রাজকন্যা বলল। তোমর হাতখানা একটু দাও রাজকন্যা, আমি একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই--তোমার হাতখানা ধরে আমি একটু কাঁদতে চাই--এসো আমার মুনিয়াসোনা, এসো আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা--প্রবল আবেগে প্রিন্সের ঘুম ভেঙ্গে গেল--"স্বপ্ন আমার ভরেছিল কোন গন্ধে, ঘরের আঁধার কেঁপে ছিল কি আনন্দে"--প্রিন্সদের স্বপ্নগুলো এমন ভাবেই ভেঙ্গে যায় !

রাজকন্যা কোন যোগাযোগ করছে না কেন ! তবে কি রাজকন্যা ব্যস্তাতার জন্য প্রিন্সকে ভুলে গেছে ! অসম্ভব ! রাজকন্যা কোনদিন প্রিন্সকে ভুলে যেতে পারে না। তকে কি রাজকন্যা হারিয়ে ফেলেছে প্রিন্সের ফোন নম্বর, ই-মেইল এড্রেস ? প্রিন্সের ই-মেইলের উত্তর দিচ্ছে না কেন ? এসব ভাবতে ভাবতে প্রিন্স এক সময় ভেঙ্গে পড়ে- সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। প্রিন্সের দুচোখে ঘুম নেই, ক্ষুধা নেই--সে শুধু প্রার্থনা করে রাজকন্যার জন্য। কার কাছে প্রার্থনা করে সে জানে না। শুধু প্রার্থনা করে ফিরে এসো রাজকন্যা, তুমি ফিরে এসো--

"পথ চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে..
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে-সকল ভুবন যাবে কেঁপে, তোমার আসার ঝলকানিতে !"

কিন্তু না, রাজকন্যা আসে না, আলোর ঝলকানিতে পৃথিবী আলোকিত হয় না ! রাজকন্যার পথচেয়ে থাকতে থাকতে প্রিন্সের চোখের আলো নিভে আসে।

প্রিন্স বুঝে গেছে-যে ভালোবাসা তার অস্তিত্বের আনন্দধ্বনি এবং জীবনের পরম আরাধ্য -সবার কাছে তা সবসময়, সবমাত্রায় ধরা দেয় না। একটুখানি ভালোবাসার অভাবে কারো জীবন অকালে শুকিয়ে যায়, কেউ প্রগাঢ় অভিমানে নিরবে ঝরে যায়-কেউ বা ভালোবাসায় হয়ে যায় অন্তহীণ বেদনায় নীল। ভালোবাসার উত্তাপ আর স্পর্শ বুকে নিয়েই মানুষ চায় পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে। সর্বান্তকরনে পরিহার করতে চায় দুঃখ-বেদনাবোধকে--কিন্তু প্রিন্সের জন্য এই উপলব্ধি সহজ ছিলনা। স্বভাবের কারনে প্রিন্স ছিল 'অন্তর্মূখী এবং 'আত্মকেন্দ্রিক'। বেদনা, হতাশা ছাড়া জীবনের বাকি অধ্যায়গুলো সবসময় প্রিন্সকে প্রতারনা করেছে। স্বপ্ন-কল্পনার মোহাবেশ যখন নিষ্ঠুরভাবে দুরে সরে যেতে লাগল-তখন প্রিন্স ভালোবাসা না পাবার নীরব অভিমানটুকু বুকে নিয়ে অন্তীম যাত্রাকে একমাত্র গন্তব্য মনে করে এগিয়ে যেতে থাকল--কিন্তু প্রিন্সরা মরে না-সে বেঁচে থাকে ভালোবাসার আশায়--হাজার বছর পর রাজকন্যা ফিরে আসে ।

"প্রিন্স তুমি না বলেছিলে আমায় দেখবে-আমি ফিরে এসেছি-এইযে তোমর আদরের মুনিয়াসোনা, তোমার ছোট্টপাখি চন্দনা তোমার সামনে--প্রিন্স তুমি এখনো শুয়ে আছ--আমি এসেছি - তুমি খুশি হওনি ?"
-তুমি এসেছ সেজন্য আমি অনেক খুশি হয়েছি "
"তাহলে তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছনা কেন জান ?"
"তোমায় আমি বলেছিলাম-'তোমায় দেখব দুচোখ ভরে, আলো আধারিতে নয়'-আজ আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না-আমার দুচোখ আধারে ভরে গেছে চিরতরে।"
"কেন, কেন দেখবেনা , ও বুঝেছি-আমার সাথে অভিমান করেছ !"
"অভিমান নয়, অন্ধরা অভিমান করে না, তারা শুধু ভালোই বাসতে পারে। "

.....

হুমায়ুন কবির

ঢাকা